REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

১৩শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ১২ই শ্রাবণ বুধবার ১৩৩৩ ইংরাজী 28th July 1926. | ৫ম সংখ্যা।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ হাতে ১॥০ টাকা। নগদ মূল্য ১০ দুই পয়সা। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য ৵০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶১০ আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ এক আনা হিসাবে। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া জানিতে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার ও বিনিময় সংবাদপত্র নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

মুরারি বটিকা।

—:০:—

সর্ব্ববিধ নূতন পুরাতন প্লীহা ও যকৃৎ সংযুক্ত ম্যালেরিয়া জ্বরের অদ্বিতীয় মহৌষধ।

সিভিল সার্জ্জন, এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ও অন্যান্য ডাক্তারগণ দ্বারা বিশেষ পরীক্ষিত, প্রশংসিত এবং চিকিৎসায় ব্যবহৃত হইতেছে। রোগের উৎপত্তি ও প্রতীকার সম্বন্ধে পরীক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কলিকাতায় স্থাপিত স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন নামক সর্ব্বোচ্চ বিদ্যালয়ের হাসপাতালে রোগীকে মুরারি বটিকা, সেবন করানয় আশ্চর্য্য ফল দর্শিয়াছে এবং মুরারি বটিকা ম্যালেরিয়ার যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ তাহা সপ্রমাণিত হইয়াছে। ২০ বটিকার শিশির মূল্য এক টাকা মাত্র।

বেঙ্গল প্রিজার্ভিং কোম্পানী

১০নং ডিহি ইটালী রোড, কলিকাতা।

হিলিংবাম

গত ৩১ বৎসরের পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরের দেশ সকলেও পরিচিত, আদৃত ও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহার কারণ হিলিংবামের অসাধারণ উপকারিতা।

হিলিংবাম ১ মাত্রা হইতে ফল দেখা যায়। একদিনে মেহের জ্বালা যন্ত্রনা আরোগ্য করে। এক সপ্তাহে রোগ আরোগ্য করিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দেয়। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।

হিলিংবাম রোগের জড় "গণোকোকাই" নষ্ট করে, তাই হিলিংবামে রোগ সারে, রোগ চাপা পড়ে না অল্পদিনে পুনরাক্রমন করিতে পায় না। এই কারণে অসংখ্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হিলিংবামের পৃষ্ঠপোষক। দুই চার জনের নাম উল্লেখ করা গেল। ইহাদের সকলেরই সুখ্যাতি পত্র আমারা পাইয়াছি। আই, এম, এস,—কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, এম, ডি, এম, এ; এফ, আর, সি, এস, ইত্যাদি লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, এম, আর, সি, পি, এম,আর, সি, এস এতদ্ভিন্ন অসংখ্য প্রশংসাপত্র পূর্ণ তালিকা পুস্তক পাঠাই পত্র লিখুন।

মূল্য প্রতি বড় শিশি ৩৲
" " মাঝারি শিশি ২॥০
" " ছোট শিশি ১৷০

স্যাঙ্গো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর সম্মুখে বর্ষা পড়িতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাঙ্গো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত সর্দ্দি কাশি সমস্তই স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাঙ্গো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতিশিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫॥০
ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন এণ্ড কোং
ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।
১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।
টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

গুণে গন্ধে সৌরভসম্পদে কেশরঞ্জন অদ্বিতীয়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
মুখকে সুন্দর করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
চুলকে খুব কাল করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
কেশ পতন বন্ধ করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
চিন্তাশীলের সহায়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
রমণীর অতি প্রিয়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
শ্রেষ্ঠ প্রেমোপহার।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
সবারই নিত্য প্রয়োজ

মূল্য প্রতি শিশি এক টাকা ডাক ব্যয় সাত আনা।

রমণী-রক্ষার অশোকারিষ্টের মত শ্রেষ্ঠ ঔষধ নাই।

অশোকারিষ্ট ঋষিদের উর্ব্বর মস্তিষ্কজাত—রমণী কল্যাণকর মহারিষ্ট। স্ত্রীস্বভাবসুলভ ব্যাধিসমূহে ইহার কার্য্যকরীশক্তি অসীম। অনেক সঙ্কটক্ষেত্রে অথবা চিকিৎসক পরিত্যক্ত রোগীকে, ইহা শান্তি সুখময় আরোগ্য প্রদান করিয়াছে। "অশোকারিষ্টে" রমণীরক্ষা হয়—রমণীর রোগ বিদূরিত হয়—আর বন্ধ্যা রমণী, বন্ধ্যাত্বের দারুণ নিরাশা-বন্ধন হইতে চিরবিমুক্ত হয়। "অশোকারিষ্ট" ব্যবহ করিয়া আমরা অনেক সম্ভ্রান্ত কুল-মহিলাকে কৃচ্ছ্রসাধ্য রমণী সুলভ সাংঘাতিক ব্যাধির কবল হইতে বিমুক্ত করিয়াছি। বাঙ্গালীর শান্তিময় সংসারের লক্ষ্মীরূপিণী রমণীদের রক্ষা করা যদি একটী পবিত্র ব্রত ও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন, তবে তাঁহাদের রোগসংবাদ শ্রবণ মাত্রেই "অশোকারিষ্ট" লইয়া ব্যবহার করিতে দিন।

মূল্য প্রতি শিশি	...	১॥০ দেড় টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল	...	॥৵০ দশ আনা।

হতাশের আশার কথা—বিনামূল্যে ব্যবস্থা।

মফঃস্বলের রোগিগণের অবস্থা এক আনার টিকিটসহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

আমাদের ঔষধালয়ে তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট, জারিত ও শোধিত ধাতুদ্রব্যাদি, এবং স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ, মৃগনাভি প্রভৃতি সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮।১ ও ১৯নং লোয়ার চিৎপুর রোড কলিকাতা।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার—কবিরাজ শ্রীশক্তিপদ সেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ।

১২ই শ্রাবণ বুধবার ১৩৩৩ সাল।

পাবনায় হিন্দুর অবস্থা।

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য।

ইতিহাসে পড়িয়াছিলাম যে ব্যক্তিয়ার খিলিজি—সতের জন অশ্বারোহী লইয়া বাঙ্গালা জয় করিয়াছিলেন। কথাটা কতদূর সত্য তাহা ঐতিহাসিকেরা বিবেচনা করিবেন। কিন্তু পাবনায় গিয়া আমরা যাহা দেখিলাম তাহাতে এই মনে হয় যে আমাদের দেশে এখনও ব্যক্তিয়ারি যুগ চলিতেছে। মুসলমানেরা গ্রামের পর গ্রাম লুট করিয়াছে। হিন্দুদের যাহা কিছু ছিল সমস্ত আত্মসাৎ করিয়াছে। হিন্দুরা কাপুরুষের মত জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা প্রাণভয়ে এতই ভীত এবং তাহাদের পরিবারস্থ নারীগণের সম্ভ্রম রক্ষায় এতই বিব্রত যে কেহই দুর্ব্বৃত্ত মুসলমানগণকে বাধা দিতে সাহস পান নাই। মুসলমানেরা অবাধে লুট পাট করিয়া গিয়াছে। হিন্দুরা জঙ্গলের অন্তরালে থাকিয়া আপনার সর্ব্বনাশ আপনার চক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছে কিন্তু বাধা দেয় নাই। পাবনা জিলায় যতগুলি গ্রামে গিয়াছি তাহাতে আমাদের মনে হয় যেন প্রত্যেক গ্রামই এক একটি দুর্গের মত। গ্রামে প্রবেশ করিবার পথ আছে, কিন্তু বাহির হইবার পথ নাই। সংখ্যায় অল্প হইলেও হিন্দুরা যদি সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বাধা দিবার চেষ্টা করিত তাহা হইলে বোধ হয় আজ এই দেশব্যাপী হাহাকার উঠিত না।

গ্রাম আক্রমণের পূর্ব্বেই মুসলমানেরা প্রত্যেক হিন্দু পল্লীতে দুই চারিটি করিয়া অগ্রদূত পাঠাইয়াছিল। ইহাদের কাজ ছিল হিন্দুর মনে ভীতির সঞ্চার করা। ইহারা প্রায়ই আক্রান্ত গ্রামের অধিবাসী এবং গ্রামস্থ হিন্দুগণের বিশ্বাসভাজন। প্রকৃতপক্ষে ইহারাই যত নষ্টের মূল। ইহারা হিন্দুদিগকে বুঝাইয়াছিল যে পাঁচ হাজার মুসলমান হিন্দুর গ্রাম লুঠ করিতে আসিতেছে। আর এই মুশলমানদের নেতৃত্ব করিতেছে এক আজগুবি ধরণের লোক। লোকগুলি দেখিতেও যেরূপ লম্বা চওড়াও প্রায় তেমনি। ইহাদের গায়ে বড় বড় লোম মাথায় বড় বড় চুল। ইহারা যেমন ভীম দর্শন তেমনি ক্রুর প্রকৃতি। ইহারা হস্তের দ্বারা বন্দুকের গুলি প্রতিরোধ করে। ইহাদের গতি বিদ্যুতের মত, ইহাদের গায়ে ছোরাছুরি বসেনা, ইহাদের গায়ের চামড়া গণ্ডারের মত শক্ত। ইহাদের এক হস্তে অসি আর এক হস্তে গোমাংস। অসি হস্তে ইহারা হিন্দুগ্রাম জয় করিয়া তৎক্ষণাৎ অন্যহস্তে গোমাংস খাওয়াইয়া ইহারা হিন্দুদিগকে মুশলমান করিয়া লয় অতএব হিন্দু সাবধান আর তোমার রক্ষা নাই গ্রাম ছাড়িয়া পলাও।

যে যে গ্রামে গিয়াছি সেই সেই গ্রামেই এইরূপ গুজব শুনিলাম। হিন্দুরা এই সকল মুসলমান অগ্রদূতগণের কথায় বিশ্বাস করিয়া গ্রাম ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছে, পিছন ফিরিয়া দেখিবার অবকাশ পায় নাই। গৃহে যাহার যাহা ছিল কিছুই সঙ্গে লইয়া যাইতে পারে নাই। মুশলমানেরা শূন্য গৃহ পাইয়া হিন্দুর যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াছে। হিন্দুরা বন্দুক থাকিতেও তাহার সদ্ব্যবহার করে নাই। অন্য অস্ত্রের কথা ত বাহুল্য মাত্র।

পাবনা জেলায় মুশলমানের সংখ্যা বড়ই বেশী এবং হিন্দুরা যে সংখ্যায় কম তাহা মুসলমানেরা বেশ ভাল করিয়াই জানে। তাহারা আরও জানে যে হিন্দু স্বভাবতঃ ভীরু ও নিস্তেজ। তাহারা পরস্পর পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ হয় নাই। মুশলমানেরা হিন্দুকে নগণ্য মনে করে। ইহার উপর পাবনার ম্যাজিষ্ট্রেট মুশলমান, জজসাহেব মুশলমান এবং অধিকাংশ থানার দারোগা মুশলমান সুতরাং সোণায় সোহাগা। সুযোগ পাইয়া দুর্ব্বৃত্তেরা রটাইয়া দিয়াছে যে পাবনা জিলা এক রকম মুশলমানেরই রাজত্ব সুতরাং মুশলমান যাহা কিছু করিবে তাহার জন্য কাহারও কৈফিয়ৎ দিতে হইবে না। তাহার উপর আরও রটিয়াছিল যে কে বা কাহারা হুকুম দিয়াছে "হে মুশলমান তোমরা একাদশ দিবস ধরিয়া হিন্দুর গ্রামসকল লুঠ করিয়া তোমাদের মইরমের খরচা যোগাড় করিয়া লও তোমাদিগকে কেহ কিছু বলিবে না ইহা সরকারের ঢালোয়া হুকুম।"

পূর্ব্ব হইতেই মশলা তৈয়ার ছিল। পাবনার—সহরের ক্ষুদ্র অগ্নি স্ফুলিঙ্গে সমস্ত জিলা ব্যাপী দাবানলের সৃষ্টি হইল। মুশলমানদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য লুণ্ঠন সুতরাং আমরা যতগুলি গ্রামে গিয়াছিলাম কোথাও খুন জখম নারী অপহরণ বা নারী নির্য্যাতন হয় নাই। যে সকল গ্রামে হিন্দুরা একত্র ও সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছিল মুসলমানেরা সে সকল গ্রামে পদার্পণ করে নাই। লুঠ হইয়াছিল যে গ্রামে হিন্দুরা সংখ্যায় নিতান্ত অল্প এবং লুঠ করিয়াছিল গ্রামস্থ এবং গ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী মুশলমানগণ এবং মুশলমানগণকে নাচাইয়াছিল শিক্ষিত মুশলমান সম্প্রদায় ও মোল্লারদল।

কলিকাতা হইতে আমরা প্রথমে পাবনা জিলার অন্তর্গত ড্যামরা গ্রামে উপস্থিত হই। ঈশ্বরদি ষ্টেশনে শুনিলাম যে ড্যামরার হিন্দুসংখ্যা মোট চারিশত এবং মুশলমান সংখ্যায় দশ হইতে বার হাজার। এইরূপ শুনিয়া আমাদের প্লীহা চমকাইয়া উঠিয়াছিল। বুঝিলাম তোপের মুখে যাইতেছি। তবুও আমরা কেহ নিরাশ হই নাই, কোনক্রমে সাহস সঞ্চয় করিয়া আমরা ১৩ই জুলাই মঙ্গলবার ড্যামরা গ্রামে উপস্থিত হই। ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া আমাদের সমস্ত ভয় ভাঙ্গিয়া গেল এবং আমরা গ্রামবাসী হিন্দুদিগকে উৎসাহ দিতে লাগিলাম। এখানকার হিন্দুর সংখ্যা চারি শত হইলেও তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ এবং আমাদের মনে হইয়াছিল যে গ্রামবাসী হিন্দুগণ যেন একটী বৃহৎ পরিবারের অন্তর্গত। এখানকার প্রত্যেককেই প্রত্যেককে রক্ষা করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত তাই গ্রামবাসী যুবকবৃন্দেরা আপনাদের মধ্য হইতে একশত জন বাছা বাছা লোক লইয়া একটী ভলাণ্টিয়ার দল সংগঠন করিয়াছে। ইহারা দিবসে গ্রামের উপর তীব্র দৃষ্টি রাখে এবং রাত্রে সমস্ত গ্রামখানি পাহারা দেয়। গ্রামের প্রায় চতুর্দ্দিকেই নদী সুতরাং বাহিরের মুশলমান প্রবেশ করিলেই সহজে ধরা পড়িয়া যায়। মুশলমানেরা হিন্দুর উপর অত্যাচার করা দূরে থাক টু শব্দটিও করে নাই। আমরা সেই মুখেই গিয়া পড়িয়াছিলাম এবং আমাদের আগমনে গ্রামবাসীরা বড়ই উৎসাহিত হইয়াছিল। সেখানে আমাদের যত্নের সীমা ছিল না।

ড্যামরায় বিশেষ কিছু করিবার নাই দেখিয়া আমরা ডাকবেড়িয়া গ্রামে উপস্থিত হই। ডাকবেড়িয়া ড্যামরা হইতে প্রায় চারি মাইল। এখানকার হিন্দু অধিবাসীগণ প্রায় জাতিতে রাজবংশী ও তিলি। ইহারা মুশলমানের ভয়ে এতই আতঙ্কিত যে আমাদিগকে দেখিয়া মুশলমান মনে করিয়া ইহারা গ্রাম ছাড়িয়া সপরিবারে জঙ্গলে লুকাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। অতি কষ্টে আমরা ইহাদের ভয় ভাঙ্গিয়া দিই এবং গ্রামবাসী সমস্ত হিন্দুকে সমবেত করিয়া আশ্বস্ত করি। আমাদের উৎসাহে তাহারা উৎসাহিত হয়।

ক্রমশঃ

"হিন্দু" হইতে উদ্ধৃত

পত্নী হত্যা।

কল্যাণরাম আয়ার মদ্রদেশীয় উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ, আর্য্য সন্তান। কালপ্রভাবে তাহাকে টাইপিষ্টগিরি করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতে হয়। যুবক পত্নীহত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছে। স্নেহলতা বঙ্গদেশে যে প্রথা অবলম্বন করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছিল, আয়ার বা আর্য্যপ্রবর ঠিক সেই প্রথা অবলম্বনে পত্নীহত্যা করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ব্রাহ্মণীর কাপড়ে কেরোসিন তৈল ঢালিয়া দিয়া আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছে। হতভাগিনী যতই চীৎকার করিয়াছে নিষ্ঠুর স্বামী আরও তেল ঢালিয়া দিয়া আগুনের তেজ বাড়াইয়াছে। এইরূপে আধসোতল তেল ঢালা হইলে এবং ব্রাহ্মণ কন্যার আর্ত্তনাদ উচ্চতার চরম সীমায় উপনীত হইলে প্রতিবাসীরা আসিয়া আগুন নিভায় কিন্তু মৃত্যুকালীন উক্তি লিপিবদ্ধ করা শেষ হইলেই জীবনের ক্ষীণ বহ্নিশিখা নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। মামলা চলিতেছে।

জননী না পিশাচিনী।

সামসুল বিবি নামে এক সুন্দরী বিবাহিতা যুবতী ৯ই জুলাই শুক্রবার আলিপুর সহরতলীর পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে তাহার মাতা পতি বেওয়া, কোচি ও আর কয়ব্যক্তির বিরুদ্ধে নির্দ্দয়ভাবে প্রহারের অভিযোগ উপস্থাপিত করে।

যুবতী অশ্রুপূর্ণলোচনে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট বলে যে, তাহার স্বামী সেখ নুর মহম্মদ এক্ষণে বেকার, সে স্বামীর গৃহে বাস করে। তাহার মাতা তাহাকে স্বামীর গৃহ ত্যাগ করিয়া মাতৃগৃহে আসিয়া বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ বলিয়াছিল। কারণ তাহা হইলে তাহার মাতার মতে তাহাকে আর আর্থিক কষ্টভোগ করিতে হইবে না। কিন্তু সে তাহাতে অসম্মত হয় এবং বলে যে সতীত্ব বিক্রয় না করিয়া পতিগৃহে দুঃখ ভোগ করিতেও প্রস্তুত আছে। তখন মাতা ও অন্যান্য আসামীগণ বাদিনী ও তাহার স্বামীর মধ্যে বিদ্বেষ উৎপাদন উদ্দেশ্যে প্রচার করিতে থাকে যে, বাদিনী বেশ্যাবৃত্তি করিতেছে। কিন্তু আসামীগণ তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া তাহাকে ও তাহার স্বামীকে নির্য্যাতন করিতে চেষ্টা করে। অবশেষে সে ও তাহার স্বামী পূর্ব্বেকার বাড়ী ছাড়িয়া অন্য বাড়ীতে স্থানান্তরিত হইতে বাধ্য হয়, যেদিন তাহারা স্থানান্তরিত হয়, সেইদিন তাহার স্বামীর অনুপস্থিত কালে তাহার মাতা তাহাদের বাড়ীতে আসিয়া তাহাকে চড় ও ঘুসি মারে, বুকে চাপিয়া গলার টুটি টিপিয়া ধরে এবং চুল ও কাপড় চোপড় ছিড়িয়া দেয়। অবশেষে একজন প্রতিবেশিনী আসিয়া তাহাকে উদ্ধার করে। অন্যান্য আসামীগণ দরজার নিকট দাঁড়াইয়া থাকিয়া পতি বেওয়াকে উত্তেজিত করিতেছিল এবং তাহাকে ও তাহার স্বামীকে গালি দিতেছিল।

ম্যাজিষ্ট্রেট তদন্ত জন্য অভিযোগটি স্থানীয় পুলিসের নিকট প্রেরণ করেন।

ঠাণ্ডা দুধের অপকারিতা।

বীজাণু ও জীবাণুবিৎ পণ্ডিতেরা সকলেই এক বাক্যে বলেন, কখনই ঠাণ্ডা দুধ পান করিবে না এবং শিশুদিগকে পান করিতে দিবে না। বায়ুমণ্ডলে ঝাঁকে ঝাঁকে নানা জাতীয় ব্যাধির বীজাণু ও জীবাণু অদৃশ্যভাবে

ভাসিয়া বেড়াইতেছে। ঠাণ্ডা দুধ তাহাদের অতি প্রিয় বাসস্থান, তাহারা ঝাঁকে ঝাঁকে দুধের উপরে আসিয়া আশ্রয় লয়, এবং দুধ বিষাক্ত করিয়া ফেলে। এই দুগ্ধ পানে নানা-বিধ ব্যাধির বীজ দেহমধ্যে প্রবেশ করে ও দুগ্ধপায়ীকে পীড়াক্রান্ত করে এবং তাহাকে মৃত্যুর দিকে লইয়া যায়। একথা আমাদের দেশের সকলেই জানেন, ইহা অতি পুরাতন কথা, কিন্তু জানিয়াও অলসতার বশবর্ত্তী হইয়া মেয়েরা অনেক সময় শিশুদিগকে ঠাণ্ডা দুধ পান করিতে দেন। তাহার ফলে নানাবিধ দুরারোগ্য ব্যাধির বিষ শিশুদের দেহে প্রবেশ করে এবং তাহারা অকালে জগৎ হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। ঠাণ্ডা দুধের মধ্যে অতি প্রচ্ছন্নভাবে মৃত্যুর বিষাক্ত বীজ নিহিত রহিয়াছে। যদি দুগ্ধ উত্তপ্ত করিবার কোন সুযোগ না থাকে, তাহা বিষবৎ দূরে নিক্ষেপ করা উচিত। সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে ঠাণ্ডা দুধ পান করা অপেক্ষা দুগ্ধ-পানাভাবজনিত ক্লেশ সহ্য করা সহস্র গুণে বাঞ্ছনীয়। আশা করি সন্তানের জননীগণ এ বিষয়টী মনে রাখিবেন। তাঁহারা যেন অলসতার জন্য ঠাণ্ডা দুগ্ধ শিশুদিগকে পান করিতে দিয়া শিশু মৃত্যুর সংখ্যা বাড়াইবেন না।

ভূত না মামদো।

—০—

কলিকাতা ওয়েলেসলি স্কোয়ার পুকুরের জলে ডুবিয়া একটী মুসলমান মারা গিয়াছে। ইন্‌স্পেক্‌টর রেজা লোকটী পাগল হইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে বলিয়া রিপোর্ট দিয়াছেন কিন্তু স্থানীয় লোকের বিশ্বাস লোকটীকে ভূতে মারিয়াছে।

পণ্ডিত প্রেস।

এই প্রেসে জমিদারী সেরেস্তার চেক, দাখিলা, আরজী, ওকালতনামা, নিমন্ত্রণ পত্র, বিবাহের প্রীতি-উপহার, স্কুলের প্রশ্নপত্র, বেতন আদায়ের রসিদ, ট্রান্সফার সার্টিফিকেট, সেটেলমেণ্টের নানারকম ফরম প্রভৃতি যাবতীয় ছাপার কাজ নূতন অক্ষরে সুলভে ও সত্বর হইয়া থাকে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

কার্য্যাধ্যক্ষ পণ্ডিত প্রেস।
রঘুনাথগঞ্জ, (মুর্শিদাবাদ।)

নানাবিধ দেশী ও বিলাতী সব্জী বীজ মুরশুমি ফুল ও
কপী বীজ
ইত্যাদির সচিত্র মূল্য তালিকার জন্য লিখুন সর্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক উচ্চহারে কমিসন দেওয়া হয়।
বঙ্কিম প্রসাদ ঘোষ এণ্ড কোং
পোঃ বালী, হাবড়া।

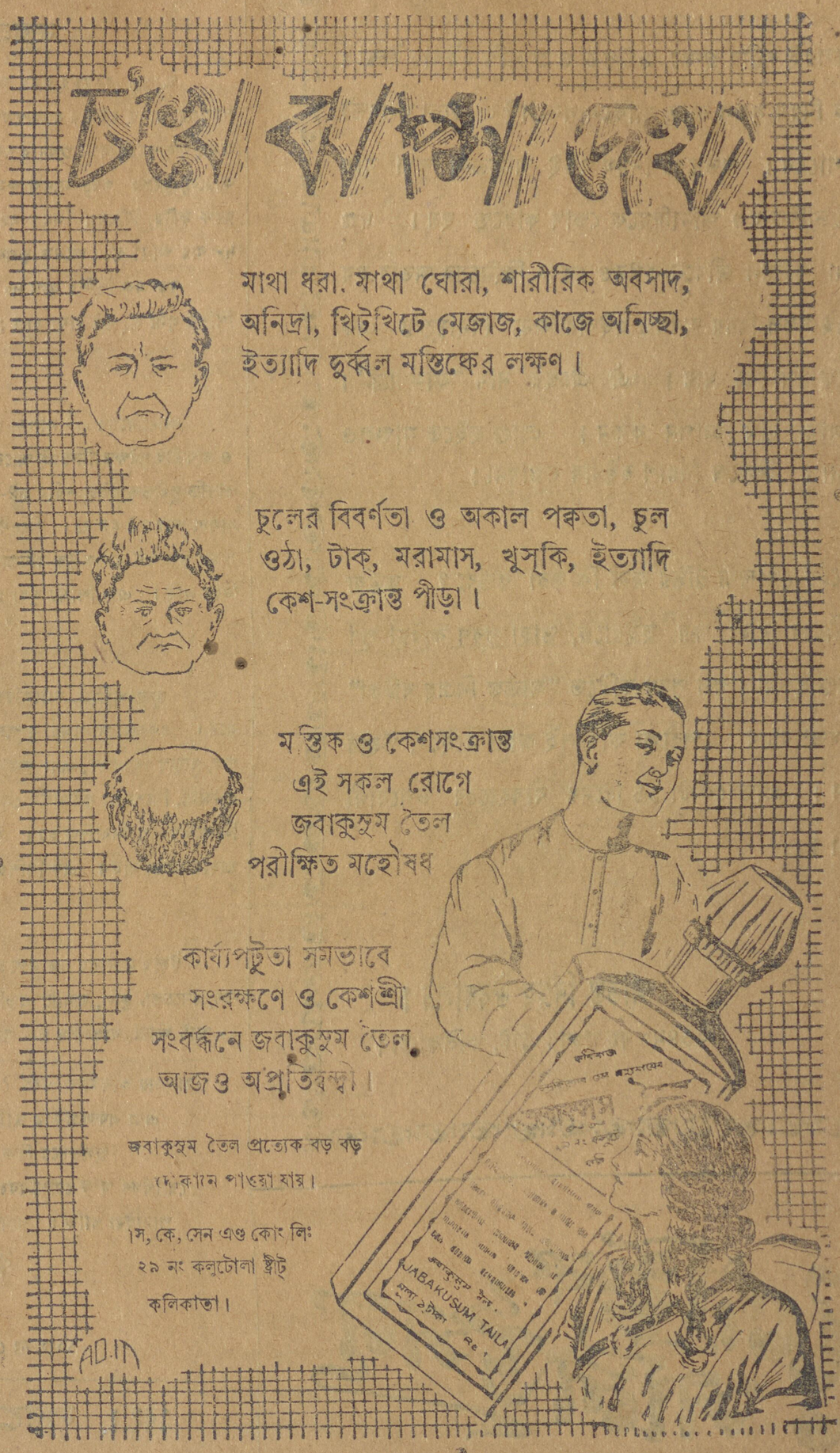

সর্ব্বজ্বর বিনাশক
ব্রানটন নিক্‌শ্চার।
ম্যালেরিয়ার হাত হইতে একেবারে নিষ্কৃতি।
অদ্যই আনাইয়া লউন।
বড় শিশি ১৬ মাত্রা ১।০
ছোট শিশি ৮ মাত্রা ৸০ মাত্র।
ব্রানটন ফার্ম্মেসী।
৬৯, সুকিয়া ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

—০—

ডাঃ এন, এল, পালের
সুদর্শন সার।
(সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র)
দুই দিন সেবন করিলেই ফল বুঝিতে পারিবেন। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বরের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে সুদর্শন সার ব্যবহার করুন। প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বরে ইহা মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। মূল্য প্রতি শিশি ৸০ বার আনা
ডাঃ নন্দলাল পাল।
রঘুনাথগঞ্জ।

প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গের ফল।

সকলেরই শরীর সুন্দর, হৃষ্টপুষ্ট ও সুকান্তি হইবার ইচ্ছা। স্বাভাবিক নিয়ম সকল জ্ঞাত থাকিলে সকলেই ঐ ইচ্ছা ফলবতী করিতে পারেন। স্বভাবের নিয়ম যতই অতিক্রম করা যায় ততই স্বাভাবিক দণ্ড আমাদিগকে ভোগ করিতে হয়। দণ্ড ভোগ না করিলে জীবনে কখনও কোন জিনিসের অভাব হয় না। এই সকল বিষয় অবগত হইবার জন্য বিনামূল্যে এক খানি গ্রন্থ পাওয়া যায়। ঐ গ্রন্থের নাম "কামশাস্ত্র"। আজই নাম, ধাম জ্ঞাপন করুন। প্রাপ্ত হইতে মাশুলও লাগিবে না। বিলম্বে নিরাশ হইবার সম্ভাবনা।

শরীরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য কি করা কর্ত্তব্য? কর্ত্তব্য হচ্ছে শরীরের যাহা ক্ষয় হইয়াছে, তাহা পূরণ করিয়া পূর্ণ স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হওয়া। ক্ষয় পূরণ করিতে "আতঙ্ক নিগ্রহ বটিকা" অসীম ক্ষমতা রাখে। পরীক্ষা করিলেই জানা যাইবে, উহার কি ক্ষমতা। প্রতি কৌটা ১৬ দিনের ব্যবহারের উপযোগী ১৲ টাকা।

আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়।
২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ইলেক্ট্রিক সালিউসন

মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেব এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে অতি অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত-রক্ত প্রদর, মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালকদিগের ঘুংড়ি, বালসা, সর্দ্দি, কাসি, প্রকৃতির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারের উপযোগী প্রতি শিশি মায় মাশুল সমেত ১।০ দেড় টাকা।

অনুগ্রহ করিয়া নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সোল এজেন্ট—ডিঃ ডিঃ হাজরা।
ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-ক'নের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহ-কক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৸০ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৸০ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৷৶০ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা পাঁচ আনা।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১৷০ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দোকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

মিল্‌ক অব্‌ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায় ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয় মূল্য বড় শিশি ৷০ আট আনা, মাশুলাদি ।৵০ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।
১৯১২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, ট্রেটিবাজার, কলিকাতা

১নং। দামোদর সুধা। ঃ— মূল্য ৷৵০
ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ববিধ পুরাতন জ্বরের মহৌষধ। মাশুলাদি স্বতন্ত্র

২নং বিনা অস্ত্রে আরোগ্য
অপেরীণ। ঃ—
বাগী, ফোঁড়া, ঠুন্‌কা, উরুস্তম্ভ, শীত্‌লী ব্রণ, কাকবিড়ালী, পৃষ্ঠব্রণ এমন কি আব (Tumour) প্রভৃতি প্রথম অবস্থায় বাহ্য প্রয়োগে বসিয়া যাইবে, এবং বিলম্বে লাগাইলে আপনি কাটিয়া যায়।

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র, মাশুলাদি ৷০ আনা।

৩নং। স্পিরিট ক্যাম্ফর ঃ—ওলাওঠা (কলেরা) উদরাময় প্রভৃতি রোগের প্রথমাবস্থায় অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ। মূল্য ।৵০ আনা একত্রে ৩ শিশি ১৲

৪নং। এক্‌জিন ঃ— একজিমা বা কাউরের একমাত্র মলম। মূল্য ৷০ আনা।

ডাক্তার—বি. রায় এণ্ড কোং কেমিষ্টস।
ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেন রীচ, কলিকাতা।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।